সতর্ক সংকেত
২৬ অগাষ্ট ২০২০

Foundation for Disaster Forum

জোয়ারের পানিতে আবারো প্লাবিত হতে পারে উপকূলীয় অঞ্চল

অমাবস্যার সাথে নিম্ন চাপের প্রভাবে টানা বৃষ্টি এবং নদ নদীতে জোয়ারের পানির বেড়ে যাওয়ার কারণে গত ২১ জুলাই ২০২০ থেকে তৃতীয় দফায় খুলনা, বাগেরহাট, সাতক্ষীরা, ভোলা, নোয়াখালী, লক্ষ্মীপুর, পটুয়াখালী, বরগুনাসহ উপকূলের বিভিন্ন এলাকা বেঁড়িবাধ ভেঙ্গে বন্যা কবলিত হয়েছে।

বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদফতরের মতে, উত্তর বঙ্গোপসাগর ও তৎসংলগ্ন বাংলাদেশ এলাকায় লঘুচাপটি বর্তমানে উত্তরপশ্চিম বঙ্গোপসাগরে অবস্থা করছে এবং সমুদ্র বন্দর সমুহকে ০৩ (তিন নম্বর) স্থানীয় সতর্ক সংকেত দেখিয়ে যেতে বলেছে। লঘুচাপটির প্রভাবে জেরে দক্ষিণ অঞ্চলে বৃষ্টি বাড়বে। উপকূলীয় অঞ্চলে স্বাভাবিকের চেয়ে অধিক উচ্চতার জোয়ারের পানি প্রবেশের পূর্বাভাস বহাল রেখেছে আবহাওয়া অধিদফতর।

আগামী পূর্ণিমায় (সেপ্টেম্বর ৩) আবারো অস্বাভাবিক জোয়ারের সম্ভাবনা !!!

সাধারণত বছরের এই সময়টাই ভাদ্রের মরা কাটাল, ভরা কাটালে জোয়ারের উচ্চতা থাকে সবচেয়ে বেশি থাকে। সেপ্টেম্বর মাসে (ভাদ্র-আশ্বিন) পূর্ণিমায় সাগরে অস্বাভাবিক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় এবং উপকূলীয় অঞ্চল জোয়ারের পানিতে প্লাবিত হয়। আগের বছরগুলির তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় সেপ্টেম্বর মাসে জোয়ারে উপকূলীয় অঞ্চল প্লাবিত হওয়া ক্রমশ নিয়মিত পরিণত হয়েছে, ২০০৫ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর, ২০০৬ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর, ২০০৭ সালের ৭ সেপ্টেম্বর এবং ২০০৮ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর উপকূলীয় এলাকাসমূহ এবারের মতো জোয়ারে প্লাবিত হয়েছিল।

আগামী ৩ সেপ্টেম্বর, ২০২০ (ভাদ্রের ভরা জোয়ার) উপকূলীয় অঞ্চল পরবর্তী জোয়ারে প্লাবিত হতে পারে এবং আবারোও উপকূলীয় জনপদ ব্যাপকভাবে জলমগ্ন ও দীর্ঘমেয়াদী জলাবদ্ধতার মুখোমুখি পড়তে পারে।

টাইডাল ফোরকাস্ট ডটকম'-এর তথ্য অনুযায়ী পশুরনদী এলাকায় অর্থাৎ খুলনা অঞ্চলে আজ (২৬ অগাষ্ট) জোয়ারের উচ্চতা যা আছে (৮ ফুট) পূর্ণিমার সময় (৩ সেপ্টেম্বর) জোয়ারের উচ্চতা আরো ৩ ফুট বেশি হয়ে ১১ ফুটের উপরে থাকবে। আর চট্টগ্রাম অঞ্চলে এটা দাঁড়াবে ১৪ ফুটের উপরে। আমফান এবং চলতি জোয়ারের কারণে যেসব এলাকার বাঁধ ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে সেসব এলাকা ছাড়াও আরো নতুন নতুন এলাকা অধিক মাত্রায় জলমগ্ন হওয়ার আশংকা আছে।

অস্বাভাবিক জোয়ারে কম বয়সী শিশুদের পানিতে ডুবে যাওয়ার ঘটনা ইতিমধ্যে বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। এই সময়ে শিশুদের নিরাপত্তার দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন।